কাব প্রোগ্রাম

চাঁদ ব্যাজ

CHAND BADGE

বাংলাদেশ স্কাউটস

BANGLADESH SCOUTS

কাব প্রোগ্রাম

চাঁদ ব্যাজ

স্বত্বাধিকারী	:	বাংলাদেশ স্কাউটস
গ্রন্থনায়	:	চাঁদ ব্যাজ বই টাস্কফোর্স
সম্পাদনায়	:	প্রোগ্রাম বিভাগ, বাংলাদেশ স্কাউটস
সার্বিক সহযোগিতায়	:	জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ আরিফুজ্জামান জাতীয় উপ কমিশনার (এ.আর) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোছাঃ ফরিদা ইয়াসমিন জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ আবু মোতালেব খান যুগ্ম নির্বাহী পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব মোঃ নওশাদ আলী, আঞ্চলিক উপ কমিশার (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস, রাজশাহী অঞ্চল জনাব রতন কুমার চাকমা, আঞ্চলিক পরিচালক বাংলাদেশ স্কাউটস, চট্টগ্রাম অঞ্চল জনাব মুহাম্মদ আবু সালেক পরিচালক (প্রোগ্রাম) বাংলাদেশ স্কাউটস জনাব শর্মিলা দাস সহকারী পরিচালক (প্রোগ্রাম ও গ্রোথ) বাংলাদেশ স্কাউটস
প্রকাশনায়	:	ব্যবস্থাপনা কমিটি, জাতীয় স্কাউট শপ
প্রচ্ছদ ও ডিজাইন	:	স্কাউটার মোঃ মাইনুল হক দিগন্ত মুক্ত স্কাউট গ্রুপ, ঢাকা
প্রথম প্রকাশ	:	জানুয়ারি, ২০১৬
দ্বিতীয় প্রকাশ	:	ফেব্রুয়ারি, ২০১৯
মূল্য	:	১২.০০ (বার) টাকা।

মুদ্রণে ঃ

সৃষ্টি প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং

৩/২ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০। মোবাইলঃ ০১৯৪৩১১৮৫৯০

মুখবন্ধ

শিশু-কিশোর, যুবদের সাধারণ শিক্ষার পাশাপাশি অবসর সময়ে আনন্দঘন পরিবেশে খেলার ছলে তাদের শারীরিক, মানসিক, আধ্যাত্মিক ও বুদ্ধিমত্তার উন্নয়ন সাধনের মাধ্যমে দেশপ্রেমিক আদর্শ নাগরিক তৈরীতে স্কাউটিং কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী পরিচালিত হচ্ছে। শতবর্ষ পূর্বে ১৯০৭ সালে বৃটেনের ব্রাউন্সী দ্বীপে স্কাউট আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল স্কাউটিং এর যে কার্যক্রমের সূচনা করেছেন তা বিশ্বব্যাপী সমাদৃত ইতোমধ্যে এই আন্দোলন শতবর্ষ অতিক্রম করেছে।

স্কাউটিং কার্যক্রম পুঁথিগত বিদ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় এবং এর সিংহভাগ কার্যক্রম মুক্তাঙ্গনে অনুষ্ঠিত হয়। কাব স্কাউটরা প্রকৃতির মুক্ত পরিবেশের মধ্যে অনাবিল আনন্দদায়ক খেলাধুলা ও স্কাউটিং প্রোগ্রাম দ্বারা অর্জিত জ্ঞান জীবন গঠন, পরোপকারে সুন্দরভাবে কাজে লাগাতে পারবে। এ জন্য কাব স্কাউট প্রোগ্রামে চাঁদ ব্যাজ বইটির বিষয়গুলো অনুশীলন ও ব্যক্তি জীবনে ব্যবহারের জন্য কাব স্কাউট, ইউনিট লডার ও অভিভাবগগণকে অনুরোধ জানাই।

কাব স্কাউট, স্কাউট ও রোভার স্কাউট প্রোগ্রাম প্রণয়ন এবং বই প্রকাশে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রাক্তণ জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক, জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, জনাব মোঃ মেসবাহ উদ্দিন ভূঁইয়া, জনাব মুহম্মদ রফিকুল ইসলাম খান এবং সকল জাতীয় উপ কমিশনার (প্রোগ্রাম), রোভার প্রোগ্রাম টাস্কফোর্সের সদস্যবৃন্দ, প্রোগ্রাম বিভাগের ডেস্ক কর্মকর্তা সহ সকলের নিকট ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। শাখা ভিত্তিক প্রোগ্রাম আধুনিকায়ন ও বইসমূহ হালনাগাদ করার লক্ষ্যে বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর দিক নির্দেশনা ও পরামর্শ প্রোগ্রাম বিভাগের কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করেছে এবং কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

শিশু কিশোরদের চাহিদার নিরিখে আকর্ষণীয় ও বৈচিত্রময় প্রোগ্রাম তৈরী এবং বইসমূহের মানোন্নয়নে ইউনিট লিডার, অভিভাবকসহ সকল পর্যায়ের বয়স্ক নেতাদের নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা ও পরামর্শ কামনা করি। শিশুদের বয়স উপযোগী করে সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় চাঁদ ব্যাজ বইটি প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশনার কাজে সহায়তা জন্য স্কাউটার মোঃ নওশাদ আলী, এল.টি সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

আমি আশা করি চাঁদ ব্যাজ বইটি কাব স্কাউটদেরকে স্কাউটিং কার্যক্রমে আকৃষ্ট করবে এবং শিশু কিশোরদের জীবন গঠনে সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার দিকনির্দেশনাসহ শাপলা কাব অ্যাওয়ার্ড অর্জনে আগ্রহী করে তুলবে। চাঁদ ব্যাজ বই প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

মোহাম্মদ আতিকুজ্জামান রিপন
জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম)
বাংলাদেশ স্কাউটস।

সূচীপত্র

মূল বিষয়	বিষয়	পৃষ্ঠা
আপন শক্তি	আপন শক্তি	০৫
	পতাকা ব্যবহারের মাপ	০৬
	চেষ্টা করি	০৭
	পাল গেরো	০৮
	কাব স্কাউট আইন নৃত্য পরিবেশন করতে পারা	১০
থাকব ভাল	ধর্ম পালন,	১১
	ইসলাম ধর্ম	১১
	হিন্দু ধর্ম	১২
	বৌদ্ধ ধর্ম	১৪
	খ্রীষ্ট ধর্ম	১৫
সঞ্চয় করতে শেখা	সঞ্চয় করতে শেখা	১৬
	জামা কাপড়ের যত্ন	১৮
	বৃক্ষ রোপন	১৯
জানব জগৎটাকে	সার্কভুক্ত দেশ সমূহের প্রাথমিক পরিচয় জানা	২১
	নিজ এলাকা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন	২২
	কম্পিউটার সম্পর্কে জানা	২২
	শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে জানা	২৪
আনন্দ উল্লাস	কিসম গেমস সম্পর্কে জানা, গল্প বলা ও অভিনয় করতে পারা	২৫
আমিও পারি	সূর্য গ্রুপ, রংধনু গ্রুপ	২৭

চাঁদ ব্যাজ

চাঁদ ব্যাজ পাওয়ার আগে একজন কাবকে অবশ্যই সদস্য ব্যাজ ও তারা ব্যাজ এর মূল্যায়নে পাশ করতে হবে এবং সেই সাথে নিম্নলিখিত বিষয়গুলোর উপর প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও ব্যবহারিক দক্ষতা অর্জন করে কাব লিডার অথবা মূল্যায়নকারীর আস্থাভাজন হতে হবে।

চাঁদ ব্যাজ

সময়কাল ঃ ৪-৬ মাস

আপনশক্তি ঃ

ক) ইংরেজীতে আইন বলতে পারা ঃ

প্রিয় কাব স্কাউট বন্ধুরা। কাব স্কাউট আইন দু'টি

1. The Cub Scout give in to the Superior.
2. The Cub Scout does not give in to himself.

খ) মহান বিজয় দিবস সম্পর্কে জানা ঃ ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধ আমাদের জাতীয় ইতিহাসে অত্যন্ত গৌরবময় ঘটনা। মুক্তিযুদ্ধের পূর্বের অনেক আন্দোলন ও সংগ্রামের ইতিহাস আমরা ইতোপূর্বে জেনেছি।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানি বাহিনীর নারকীয় গণহত্যা, ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা ঘোষণার মাধ্যমে মহান মুক্তিযুদ্ধের শুরু।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৩ বছর পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে শাসন ও শোষণ করে। এই শাসন ও শোষণের হাত থেকে চূড়ান্ত মুক্তির লক্ষ্যে ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ শুরু হয় আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অবিসংবাদিত নেতা ছিলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর আহ্বানেই বাঙালি জাতি পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে এক রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র, শিক্ষক, সশস্ত্র বাহিনীর বাঙালি সদস্যসহ সর্বস্তরের নারী-পুরুষ এই যুদ্ধে অংশ নেয়। দীর্ঘ ৯ মাস যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণে মধ্য দিয়ে আমাদের চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত হয়। বিশ্বের মানচিত্রে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

গ) জাতীয় পতাকা ঃ

১) জাতীয় পতাকার মাপ জানা ও পতাকার যত্ন নিতে পারা ঃ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পতাকা বিধিমালা, ১৯৭২ অনুযায়ী জাতীয় পাতাকা

মাপের সুনির্দিষ্ট বিবরণ ঃ

১) বাংলাদেশের পাতাকা আয়তাকার।

২। এর দৈর্ঘ্য প্রস্থের অনুপাত ১০:৬ এবং মাঝের লাল বর্ণের বৃত্তটির ব্যাসার্ধ দৈর্ঘ্যের পাঁচ ভাগের এক ভাগ, পাতাকার দৈর্ঘ্যের কুড়ি ভাগের বাম দিকের নয় ভাগের শেষ বিন্দুর ওপর অংকিত লম্ব এবং প্রস্থের দিকে মাঝখান বরাবর অংকিত সরল রেখার ছেদ বিন্দু হলো বৃত্তের কেন্দ্র।

৩। পতাকার দৈর্ঘ্য ১০ ফুট হলে প্রস্থ হবে ৬ ফুট, লাল বৃত্তের ব্যাসার্ধ হবে ২ ফুট, পতাকার দৈর্ঘ্যের সাড়ে ৪ ফুট ওপরে প্রস্থের মাঝ বরাবর অংকিত আনুপাতিক রেখার ছেদ বিন্দু হবে লাল বৃত্তের কেন্দ্রবিন্দু।

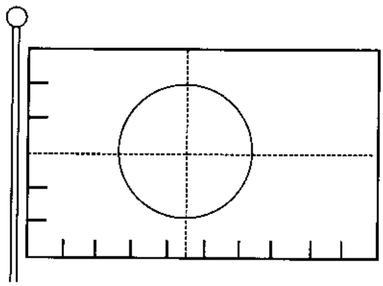

পতাকা ব্যবহারের মাপ

১. ভবনের ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো- ১০ ফুট ঃ ৬ ফুট, ৫ ফুট ঃ ৩ ফুট, ২.৫ ফুট ঃ ১.৫ ফুট।

২. মোটরগাড়িতে ব্যবহারের জন্য পতাকার বিভিন্ন মাপ হলো- ১৫ ইঞ্চি ঃ ৯ ইঞ্চি, ১০ ইঞ্চি ঃ ৬ ইঞ্চি।

৩. আন্তর্জাতিক ও দ্বিপাক্ষিক অনুষ্ঠানে ব্যবহারের জন্য টেবিল পতাকার মাপ হল- ১০ ইঞ্চি ঃ ৬ ইঞ্চি।

পতাকার যত্ন ঃ

জাতীয় পতাকা কোনক্রমে মাটিতে ফেলা বা গর্তে নামানো যাবে না।

জাতীয় পতাকা রাষ্ট্র প্রধান ছাড়া কোনক্রমে অন্য কারো নিকট নত করা যাবে না।

জাতীয় পতাকা কোন ক্রমে ছেঁড়া বা রং উঠা অবস্থায় উড়ানো যাবে না।

জাতীয় পতাকা দিয়ে কোন কিছু বহন করা যাবে না।

জাতীয় পতাকা ছিঁড়ে বা নষ্ট হয়ে গেলে মাটির নিচে পুতে রাখতে হবে।

২) জাতীয় পতাকা অংকন ও সঠিকভাবে রং করতে পারা ঃ

বিদ্যালয়ের কার্যক্রম শুরু হওয়ার প্রথম এবং প্রধান কাজ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা, জাতয়ি পতাকাকে সম্মান প্রদর্শন করা। প্রতিটি সভ্য দেশে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সঙ্গীত বিশেষ শ্রদ্ধা ও মর্যাদার প্রতীক। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা,

শৌর্য-বীর্য্য ও মুক্তি চেতনার অগ্রদূত জাতীয় পতাকা।

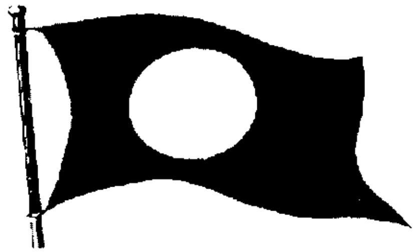

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি শাসকদের নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশ জুড়ে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠে। মহান স্বাধীনতার সংগ্রামে সমগ্র জাতি যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। যুদ্ধ চলাকালীন জাতীয় পতাকা স্বাধীনতাকামী মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসেবে কাজ করে। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়।

চাঁদ ব্যাজ অর্জন করতে হলে একজন কাবকে জাতীয় পতাকা অংকন ও রং করা শিখতে হবে। জাতীয় পতাকা অংকন করতে হলে প্রথমে বিভিন্ন ধরনের পাতাকার মাপ জেনে নিতে হবে। আর রং করতে হলে প্রথম মাঝখানের বৃত্তটি গাঢ় লাল রং দিয়ে ভরাট করতে হবে এবং বৃত্তের বাইরের চারপাশ গাঢ় সবুজ রং দিয়ে ভরাট করতে হবে।

চেষ্টা করি ঃ

ঘ) দড়ির কাজ ঃ

১) তাঁবু গেরো (রাউন্ড টার্ন এন্ড টু-হাফ হিচেস) দিতে পারা ও ব্যবহার জানা ঃ
দড়ির চলমান অংশ দিয়ে কোন খুঁটিতে দু'বার প্যাঁচ দিতে হবে। খুঁটিতে দু বার প্যাঁচ দেওয়ার পর দড়ির দু'প্রান্তকে দু'হাতে ধরলে তা হবে একটি পূর্ণ প্যাঁচ এবং একটি টার্ন।

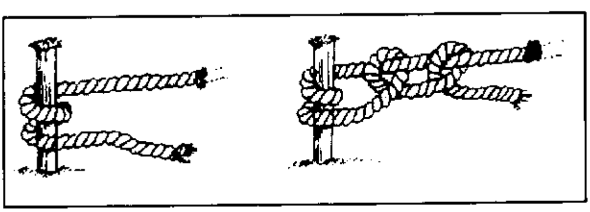

এবার দড়ির চলমান প্রান্ত দিয়ে দড়ির স্থির অংশের অল্প দূরে দূরে দুটি হাফ হিচ দিতে হবে। এভাবে রাউন্ড টার্ন এন্ড টু হাফ হিচেস বা তাঁবু গেরো বাঁধতে হয়।

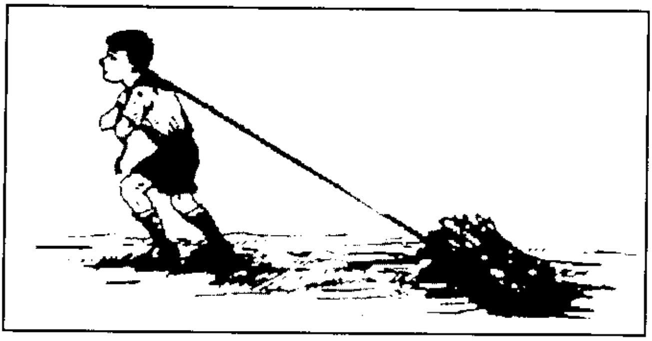

ব্যবহার ঃ

(ক) তাঁবুর পেগের সঙ্গে তাঁবুর গাই লাইন বাঁধার জন্য এই হিচ/গেরো ব্যবহার করা হয় ।

(খ) বড় বড় ঘাসের বা বন জঙ্গলের আঁটি বেঁধে টেনে আনার জন্য এই গেরো ব্যবহার করা হয় । গেরো বাঁধা ও তার ব্যবহার হচ্ছে বার বার অনুশীলনের বিষয় । একজন কাব তার ষষ্ঠক নেতার কাছ থেকে গেরো বাঁধার নিয়ম শিখে বার বার অনুশীলন করার পর গেরো বাঁধার কৌশল সহজেই রপ্ত করতে পারে ।

২) পাল গেরো (শীট বেন্ড) দিতে পারা ও ব্যবহার জানা ঃ

পাল গেরো শিখতে একটি মোটা দড়ি এবং একটি অপেক্ষাকৃত সরু দড়ি লাগবে । মোটা দড়ির সাথে অপেক্ষাকৃত চিকন দড়ি জোড়া দেয়ার কাজে এ গেরো ব্যবহার করা হয়ে থাকে । মোটা দড়ির মাথায় একটি লুপ তৈরি করে বাম হাতে ধরুন । ডান হাতে চিকন দড়ির মাথাটি নীচ থেকে লুপের ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে বাইরের দিকে লুপের নীচে দিয়ে ঘুরিয়ে চিকুন দড়ির নীচ এবং লুপের দড়ির উপর দিয়ে প্যাঁচিয়ে জোরে টানলেই পাল গেরো হয়ে গেল ।

ব্যবহার ঃ নাবিকেরা বড় কাছির সাথে অপেক্ষাকৃত সরু দড়ি বাঁধার কাজে এ গেরো ব্যবহার করে থাকেন । নৌযানের পাল খাটানোর কাজে এ গেরো ব্যবহার করা হয় তাই একে পাল গেরো বলা হয় ।

ঙ) জামার একটি বোতাম অথবা তোমার অর্জিত একটি ব্যাজ সেলাই করতে পারা ঃ চাঁদ ব্যাজ এর কাব স্কাউট হিসেবে তোমাকে এখন থেকে সেলাই শিখতে হবে। সেলাই তোমাকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করবে। তুমি দলের হয়ে কোন ক্যাম্পে অংশগ্রহণ করলে সেখানে তোমাকে একটি র‍্যালি ব্যাজ দেয়া হবে। ব্যাজটি তোমাকে সেলাই করে পরতে হবে। সেলাই এর এ কাজটুকু নিজেকেই করতে হবে। এ ছাড়া কাবিং করতে গিয়ে তুমি যে ব্যাজগুলো পাবে সেগুলো তোমার কাব স্কাউট শার্টে লাগাতে হবে। তোমার মাকে অযথা বিরক্ত না করে তুমি নিজেই এই সেলাই কাজটুকু করবে। ব্যাজ কখনো পিন দিয়ে পড়বে না। ব্যাজ সেলাই করা ছাড়াও তোমাকে বোতাম সেলাই করা শিখতে হবে। বোতাম বা ব্যাজ সেলাই করে লাগানোর জন্য হাতের কাছে সুই, সুতা ও বোতাম রাখতে হবে। তোমার কাব স্কাউট পোশাক নিশ্চয়ই তোমার খুব প্রিয়, তোমার এই প্রিয় জিনিসটা এখন থেকে তুমি নিজে ধুয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে, এ জন্য মাকে কষ্ট দেবে না।

চ) প্রাথমিক প্রতিবিধান ঃ প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রতিবিধান চিকিৎসা শাস্ত্রের একটি অংশ। প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে হঠাৎ কোন পীড়া বা দৈব দূর্ঘটনায় হাতের কাছে প্রাপ্ত জিনিসের দ্বারা রোগীকে প্রাথমিকভাবে সাহায্য করা, যাতে ডাক্তার আসার আগে রোগীর অবস্থার অবনতি না ঘটে বা জটিলতা সৃষ্টি না হয়। অর্থাৎ যে কোন আকস্মিক দূর্ঘটনায় প্রাথমিক শুশ্রুষা এবং সংক্ষিপ্ত উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, তাকে প্রাথমিক চিকিৎসা বা প্রাথমিক প্রতিবিধান বলা হয়।

১) রক্ত বন্ধ করার প্রাথমিক প্রতিবিধান জানা ঃ যদি কারও হাত বা পা কেটে যায় তাহলে প্রথমে ক্ষতস্থানে স্যাভলন বা ডেটল দিয়ে জায়গাটা পরিষ্কার করতে হবে। যদি তা না থাকে তবে শুধু ফুটানো ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে। এবারে এন্টিসেপটিক মলম পরিষ্কার নরম কাপড় বা তুলা দিয়ে ঐ স্থানে লাগাতে হবে। যদি কিছুই না পাওয়া যায় তবে কয়েকটি দূর্বা ঘাস বা গাঁদা ফুল গাছের পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে হাতের তালুতে রেখে ঘসে নাও। এর রস ক্ষতস্থানে লাগালে রক্তপড়া বন্ধ হয়ে যাবে। যদি ফিনকি দিয়ে রক্ত পড়ে তখন ক্ষতস্থানটি তুলা বা পরিষ্কার কাপড় দিয়ে জোরে চেপে ধরে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে।

২) কাটা অথবা ক্ষতের যত্ন নিতে পারা ঃ ধারালো ব্লেড, ক্ষুর, ভাঙ্গা কাঁচ বা শামুক ইত্যাদির সাহায্যে যখন কেটে যায় তখন ক্ষত সৃষ্টি হয়। আর এই ক্ষতকে বলা হয় কর্তন জনিত ক্ষত। দেহের কোথাও কোন ক্ষত সৃষ্টি হলে তার থেকে রক্ত নির্গত হয়। দেহ থেকে অধিক পরিমাণে রক্ত বের হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে। তাই প্রাথমিক অবস্থায় রক্তপাত বন্ধের উদ্যোগ নিতে হয়।

সাধারণত ঃ দৈনিক গৃহকর্ম ও চলাফেরার সময় সামান্য অসাবধানতার ফলে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া যানবাহন দূর্ঘটনায় কেটে বা

ছিঁড়ে যেতে পারে। তাই কাবদের একজন প্রাথমিক প্রতিবিধানকারী হিসেবে সাধারণ কাটা বা ক্ষত পরিষ্কার করে আচ্ছাদনী দিয়ে ব্যান্ডেজ করা এবং যত্ন নেয়ার ব্যবস্থা বিধি জানতে হবে।

ক) যদি কারো হাত পা কেটে যায় তাহলে কতটুকু কেটেছে তা জেনে নিতে হবে।

খ) যদি কাটা বেশি না হয় তবে স্যাভলন বা ডেটল মিশিয়ে পানি দিয়ে জায়গাটা ধুয়ে দিতে হবে।

গ) স্যাভলন বা ডেটল না থাকলে শুধু ফুটানো ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে নিতে হবে।

ঘ) হাতের কাছে যদি এন্টিবায়োটিক মলম থাকে তবে তুলা বা পরিষ্কার পাতলা কাপড়ে করে ঐ স্থানে প্রয়োজন মত লাগাতে হবে।

ঙ) যদি কিছুই না থাকে তবে কচি দূর্বা ঘাস, থানকুনি বা গাঁদা ফুলের গাছের পাতা পরিষ্কার করে ধুয়ে হাতের তালুতে রেখে পিষে নিতে হবে। ঐ ঘাস বা রস কাটা স্থানে লাগালে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যাবে।

ছ) কাব স্কাউট আইন নৃত্য পরিবেশন করতে পারা ঃ

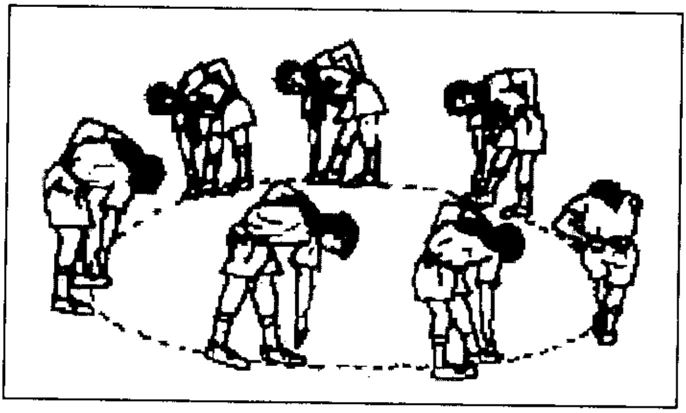

ষষ্ঠকের সকল কাব একসাথে আইন নৃত্যে অংশগ্রহণ করলে সুন্দর আনন্দদায়ক ও উপভোগ্য হয় এবং দলীয় চেতনাবোধ থেকে বিষয়টি কাবদের পক্ষে সম্পন্ন করা সহজতর ও সাবলীল হয়ে উঠে।

আইন নৃত্যের কৌশল ঃ আইন নৃত্যের জন্য চক বা দড়ি দিয়ে পূর্বেই বৃত্ত তৈরি করে নেয়া যেতে পারে। কাবেরা বৃত্তাকারে দাঁড়াবে। সকলের মুখ বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে থাকবে। ষষ্ঠক নেতা কমান্ড দিবে, "আইন নৃত্যের জন্য প্রস্তুত" ষষ্ঠক নেতাসহ সকল কাব লাফ দিয়ে অর্ধ ডান দিকে ঘুরে বাম পা বৃত্তের ভিতরে এবং ডান পা রেখার উপরে রেখা পা ফাঁক করে দুই হাত কোমরে রেখে দাঁড়াবে। এরপর সবাই "কা-বে-রা" বলতে বলতে ধীর লয়ে ডান হাত মাথার উপর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে বাম পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করে হাত আবার একইভাবে মাথার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে এনে কোমরের পূর্ব স্থানে রাখবে। আবার সবাই সমস্বরে "ব-

ড়-দের" বলতে ধীর লয়ে ডান হাত মাথার উপর দিয়ে অর্ধবৃত্তাকারে ঘুরিয়ে আবার বাম পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করে হাত পূর্বের মত আবার কোমরের পূর্বসথানে রাখবে।

এ অবস্থায় এবার বাম পা তুলে এক কদম সামনে দাগের উপর রেখে বলবে "ক-থা", পরক্ষণেই ডান পা এক কদম সামনে দাগের উপর রেখে বলবে, "মে-নে"। "চ-লে" বলতে বলতে তাল মিলিয়ে বিশেষ ভঙ্গীমায় বাম পা তুলে পায়ের পাতাকে দুলিয়ে এক কদম সামনে পূর্ববর্তী দাগের ভিতর রাখতে হবে।

পরবর্তী পর্যায়ে কোমরে হাত রেখেই কাবেরা আইনের বাকী অংশ "নি-জে-দের" বলতে বলতে আগের মত ডান মাথার উপর দিয়ে বাম পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করবে। "খে-য়া-লে" বলতে বলতে আগের মত ডান হাত ঘুরিয়ে বাম পায়ের আঙ্গুল স্পর্শ করবে।

আবার বাম পা ভূমির উপর থেকে তুলে এক কদম সামনে রেখে বলবে "কি-ছু" পরক্ষণেই ডান পা এক কদম সামনে রেখে বলবে "না-হি"। "ক-রে" বলতে বলতে তাল মিলিয়ে বিশেষ ভঙ্গীমায় ডান পা তুলে বাম পায়ের পাতার উপর ভর দিয়ে ডান দিকে দিয়ে উল্টা ঘুরবে। এ অবস্থায় বাম পা বৃত্তের বাইরে এবং ডান পা দাগের উপর থাকবে। পরক্ষণেই ডান দিকে ঘুরে বৃত্তের কেন্দ্রের দিকে মুখ করে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এভাবে কাবেরা বার বার অনুশীলন করলে আইন নৃত্যে পারদর্শী হবে এবং কাবের আইন মুখস্থ হবে।

জ) ফোন নম্বর ও পরিচয় জানা ঃ

১) আকেলা ও পরিবারের তিন জনের মোবাইল নম্বর জানা।

২) তোমার শ্রেণি শিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকের নাম জানা।

কাব ইউনিটের বাইরে অন্ততঃ চার জন বন্ধু তৈরি করতে পারা।

থাকব ভাল ঃ

ঝ) ধর্ম পালন ঃ

ইসলাম ধর্ম ঃ

(১) আকাইদ (২) এবাদত (৩) আসর ও মাগরিব নামাজের নিয়ম জানা

এছাড়াও জানতে হবে ঃ ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সাঃ) এর জন্ম বৃত্তান্ত/বাল্যজীবন। কোরআন শরীফ আল্লাহর বাণী এবং এই বাণী হযরত জিবরাইল (আঃ) মারফত হযরত মুহম্মদ (সঃ) এর নিকট প্রেরিত। কোরআন মুসলমানদের সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। মহানবী (সাঃ) বলেছেন- "তোমাদের মধ্যে সে উত্তম যে নিজে শেখে এবং অপরকেও শেখায়।"

আকাইদ ঃ আকাইদ মানে বিশ্বাস। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস ও তাঁর পরিচয় জানাকে আকাইদ বলে।

ইবাদত ঃ ইবাদত মানে বন্দেগি। আল্লাহর হুকুম পালন করা। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশিত সব কাজ করাকে ইবাদত বলে। যেমন- নামাজ পড়া, রোজা

রাখা, কোরআন মাজীদ তিলাওয়াত করা, আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্যকরা ইত্যাদি। ভাল কাজ করাও ইবাদত ' যেমন- রোগীর সেবা করা, সবার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা।

আসর ও মাগরিব নামাজের নিয়ম জানা ঃ

আসরের নামায ঃ আসরের নামায মোট ৮ রাকআ'ত। ৪ রাকআ'ত ফরয এবং ৪ রাকআ'ত সুন্নতে যায়েদা অর্থাৎ নফলের মত। ৪ রাকাত সুন্নতে যায়েদা পড়লে সওয়াব হবে, না পড়লে কোন প্রকার গোনহা হবে না। কোন লাঠি বা অন্য কিছুর ছায়া দ্বিগুন হওয়ার পর হতে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের নামাযের সময় থাকে।

মাগরিবের নামায ঃ সূর্য অস্ত যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাগরিবের ওয়াক্ত শুরু হয় এবং আকাশের পশ্চিম প্রান্তস্থিত লাল রং মিটিয়া যাওয়া পর্যন্ত বর্তমান থাকে। মাগরিবের নামায মোট সাত রাকআ'ত। প্রথম তিন রাকআ'ত ফরয, তারপর দুই রাকআ'ত সুন্নত মোয়াক্কাদা, অতঃপর দুই রাকআ'ত নফল।

হিন্দু ধর্ম ঃ

১) অবতার ঃ হিন্দু ধর্মে অবতার বলতে কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সাধনে স্বেচ্ছায় মর্ত্যে অবতীর্ণ পরম সত্ত্বাকে বোঝায়।

কেবলমাত্র পরম সত্ত্বা বা পরমেশ্বরের অবতারগুলিই ধর্মানুশীলনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। এই সকল অবতার সর্বজন শ্রদ্ধেয় ও অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন। অন্যান্য অবতারগুলো ঈশ্বরের গৌণ সত্ত্বার রূপ অথবা কোনো গৌণ দেবদেবীর অবতার। এই শব্দটি হিন্দু ধর্মে মূলত বিষ্ণুর অবতারদের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। হিন্দু ধর্মের অন্যতম বৃহৎ শাখা বৈষ্ণব ধর্মে এই সকল অবতারের পূজার বিধান রয়েছে। বৈষ্ণবরা বিষ্ণুর দশাবতারকে পরমেশ্বরের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যরূপে কল্পনা করেন।

বিষ্ণু অবতার ঃ

হিন্দু ধর্মে অবতারদের মূলত বিষ্ণুকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে। বিষ্ণু ত্রিমূর্তির অন্যতম দেবতা ও হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী জগতের পালক ও রক্ষাকর্তা।

দশাবতার ঃ গরুড় পুরাণমতে বিষ্ণুর দশ অবতার

বিষ্ণুর দশ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ অবতার দশাবতার নামে পরিচিত। দশাবতারের তালিকাটি পাওয়া যায় গরুড় পুরান গ্রন্থে। এই দশ অবতারই মানব সমাজে তাঁদের প্রভাবের ভিত্তিতে সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে গণ্য হন।

দশাবতারের প্রথম চার জন অবতীর্ণ হয়েছিলেন সত্যযুগে। পরবর্তী তিন অবতারের আবির্ভাব ত্রেতাযুগে। অষ্টম অবতার দ্বাপরযুগে এবং নবম অবতার কলিযুগে অবতীর্ণ হন। পুরান অনুসারে, দশম অবতার এখনো অবতীর্ণ হননি।

তিনি ৪২৭০০০ বছর পর কলিযুগের শেষ পর্বে অবতীর্ণ হবেন।

গুরুড় পুরাণ অনুসারে বিষ্ণুর দশ অবতার হলেন ঃ

১. মৎস্য, মাছের রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ
২. কূর্ম, কচ্ছপের রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ
৩. বরাহ, শুকরের রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ
৪. নরসিংহ, অর্ধনরসিংহ রূপে সত্যযুগে অবতীর্ণ
৫. বামন, বামনের রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ
৬. পরশুরাম, পরশু অর্থাৎ কুঠারধারী রামের রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ
৭. রাম, রামচন্দ্র, অযোধ্যার রাজপুত্রের রূপে ত্রেতাযুগে অবতীর্ণ
৮. কৃষ্ণ, দ্বাপরযুগে ভ্রাতা বলরামের সঙ্গে অবতীর্ণ।
৯. যুদ্ধ, কলিযুগে অবতীর্ণ হন।
১০. কল্কি, সর্বশেষ অবতার। কলিযুগের অন্তে তাঁর আবির্ভাব ঘটবে।

২) মুনি ঋষি ঃ হিন্দু সমাজে অবতার ব্রাহ্মণ ছাড়াও একটি ধর্মগুরু শ্রেণি রয়েছেন। সাধারণত এরা মুনি-ঋষি নামে পরিচিত। প্রাচীন মুনি ঋষিগণ এবং তাঁদের উত্তরসুরি হিন্দু সাধকগণ তাঁদের সাধনার মধ্যে দিয়ে বহুত্বময় এই জগতের কারণ স্বরূপ এক, অখন্ড অনন্ত চৈতন্যকে (সৃষ্টিকর্তা) উপলব্ধি করেছেন। প্রায়শই মুনি ঋষিরা ছিলেন ব্রাহ্মণ সন্তান, তবে মুনি হওয়ার জন্য তা অনিবার্য ছিল না। তপস্যার বলে তাঁরা ঈশ্বর তথা অন্যান্য অতি প্রাকৃত শক্তির অনুগ্রহ ভাজন হয়েছেন। সম্ভবত মুনি ঋষিরাই প্রথম আশীর্বাদ কিংবা অভিশাপ এর জন্ম দেন। মুনি-ঋষিরা প্রাচীনকালে বিভিন্ন আশ্রম পরিচালনা করতেন। এসব আশ্রমে ছাত্রদের ধর্মশিক্ষা প্রদান করা হত।

মুনিদের মতোই ধর্ম ব্যক্তি হিসাবে ঋষিরাও সনাতন ধর্মের নমস্য। এরা শাস্ত্র মন্ত্র রচনা করতেন না তবে মুখস্ত করতেন এবং পড়তেন। ঋষিরা কেবল শ্রুতিমধুরপূর্ণ পাঠেই মনোযোগী হয়ে থাকেন। বলা হয় তপস্যার মাধ্যমে বেদমন্ত্র যাদের উপলুব্ধ হয় তারাই সেকালে ঋষি নামে অভিহিত হতো। খুব সম্ভবত এজন্যই তাদের ব্রাহ্মণ হওয়া অপরিহার্য ছিল না। শূদ্র ঋষির উল্লেখ আছে ঋগ্বেদ এ। ঋষিরা শ্রেণিবিভক্ত ছিল যেমন; শুতরাশি, কাণ্ডরশি, মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি ইত্যাদি। কি ধরণের খাবার খেয়ে জীবন যাপন করেন সেটার উপর ভিত্তি করে ঋষির প্রকার দেখা যায়- যেমন ফলাহারী, মুলাহারী, ঘৃতপায়ী, সোমবায়ব্য ইত্যাদি। হিন্দুশাস্ত্র মতে, বিশেষভাবে সম্মানিত গৌতম, ভরদ্বাজ, বিশ্বমিত্র, জমদগ্নি, বশিষ্ট, কশ্যাপ এবং অত্রি তারা রূপে আকাশে কিংবা উর্ধ্বালোকে বর্তমান হয়েছেন। পরবর্তীকালে মুনি এবং ঋষি সমর্থক হয়ে যায় এবং তারা পরিচয় পায় মুনি-ঋষি নামে।

বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

গৌতম বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত একটি ধর্ম বিশ্বাস এবং জীবন দর্শন। আনুমানিক

খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দিতে গৌতম বুদ্ধের জন্ম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরে ভারতীয় উপমহাদেশসহ এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার হয়। বর্তমানে বৌদ্ধ ধর্ম দুটি প্রধান মতবাদে বিভক্ত। প্রধান অংশটি হচ্ছে হীনযান, দ্বিতীয়টি মহাযান নামে পরিচিত। বজ্যযান বা তান্ত্রিক মতবাদটি মহাযানের একটি অংশ। শ্রীলংকা, ভারত, ভূটান, নেপাল, লাওস, কম্বোডিয়া, মায়ানমার, চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম ও কোরিয়াসহ পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে এই ধর্মবিশ্বাসের অনুসারী রয়েছে। সবচেয়ে বেশি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী বাস করেন চীনে। বাংলাদেশের উপজাতীয়দের বৃহত্তর অংশ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত।

ব্যুৎপত্তি ঃ আক্ষরিক অর্থে "বুদ্ধ" বলতে একজন জ্ঞানপ্রাপ্ত, উদ্বোধিত, জ্ঞানী, জাগরিত মানুষকে বোঝায়। উপাসনার মাধ্যমে উদ্ভাসিত আধ্যাত্মিক উপলব্ধি এবং পরাম জ্ঞানকে বোধি বলা হয় যে অশ্বত্থ গাছের নীচে তপস্যা করতে করতে বুদ্ধদেব বুদ্ধত্ম লাভ করেছিলেন তার নাম এখন (বোধি বৃক্ষ)। সেই অর্থে যে কোনও মানুষই বোধপ্রাপ্ত, যুদ্ধোধিত এবং জাগরিত হতে পারে। গৌতম (সিদ্ধার্থ) এইকালের এমনই একজন "বুদ্ধ"। আর যে ব্যক্তি এই বোধি জ্ঞান লাভ বা ধারণ করেন তাকে বলা হয় বোধিসত্ত্ব। বোধিসত্ত জন্মের সর্বশেষ জন্ম হল বুদ্ধত্ব লাভের জন্য জন্ম।

গৌতম বুদ্ধের জীবনী ঃ উত্তর-পূর্ব ভারতের কপিলাবাস্তু নগরীর রাজা শুদ্ধোধন এর পুত্র ছিলেন সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)। খ্রিষ্টপূর্ব ৫৬৩ অব্দে এক শুভ বৈশাখী ৪ পূর্ণিমা তিথিতে লুম্বিনি কাননে (নেপাল) জন্ম নেন সিদ্ধার্থ (গৌতম বুদ্ধ)। তাঁর জন্মের ৭ দিন পর তাঁর মা রানি মহামায়া মারা যান। তাঁর জন্মের অব্যাবহিতকাল পর জনৈক কপিল নামক সন্ন্যাসী কপিলাবাস্তু নগরীতে আসেন। তিনি সিদ্ধার্থকে দেখে ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, সিদ্ধার্থ ভবিষ্যতে হয় চারদিকজয়ী রাজা হবেন, নয়ত একজন মহান হবেন। মা মারা যাবার পর সৎ মা মহাপ্রজাতি গৌতমী তাকে লালন পালন করেন, তাই তাঁর অপর নাম গৌতম। ছোটবেলা থেকেই সিদ্ধার্থ সব বিষয়ে পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সিদ্ধার্থ সংসারের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলে তাঁকে সংসার করানোর লক্ষ্যে ১৬ বছর বয়সে রাজা শুদ্ধোধন যশোধরা মতান্তরে যশোধা বা গোপা দেবী নামক এক সুন্দরী রাজকন্যার সাথে তাঁর বিয়ে দেন। রাহুল নামে তাঁদের একটি ছেলে হয়। ছেলের সুখের জন্য রাজা শুদ্ধোধন চার ঋতুর জন্য চারটি প্রসাদ তৈরি করে দেন। কিন্তু উঁচু দেয়ালের বাইরের জবিন কেমন তা জানতে তিনি খুবই ইচ্ছুক ছিলেন। একদিন রথে চড়ে নগরী ঘুরার অনুমতি দেন তাঁর পিতা। নগরীর সকল অংশে আনন্দ করার নির্দেশ দেন তিনি, কিন্তু সিদ্ধার্থের মন ভরল না। প্রথম দিন নগরী ঘুরতে গিয়ে একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি, দ্বিতীয় দিন একজন অসুস্থ মানুষ, তৃতীয় দিন একজন মৃত ব্যক্তি এবং চতুর্থ দিন একজন সন্ন্যাসী দেখে তিনি সারথি ছন্দককে প্রশ্ন করে জানতে পারেন জগত দুঃখময়। তিনি বুঝতে পারেন সংসারের মায়া, রাজন্য, ধন সম্পদ কিছুই স্থায়ী নয়। তাই

দুঃখের কারণ খুঁজতে গিয়ে ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন। দীর্ঘ ৬ বছর কঠোর সাধানার পর তিনি বুদ্ধগয়া নামক স্থানে একটি বোধিবৃক্ষের নিচে বোধিজ্ঞান লাভ করেন। সবার আগে বুদ্ধ তাঁর ধর্ম প্রচার করেন পঞ্চ বর্গীয় শিষ্যের কাছে; তাঁরা হলেন কৌন্ডিন্য, বপ্প, ভদ্দিদয়, মহানাম এবং অশ্বজিত। এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর বুদ্ধ ভারতের বিভিন্ন স্থানে তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের বাণী প্রচার করেন। এবং তাঁর প্রচারিত বাণী ভারত ছাড়াও অন্যান্য দেশে ও দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়ে। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৩ অব্দে তিনি কুশীনগর নামক স্থানে ৮০ বছর বয়সে মৃত্যু বরণ করেন। গৌতম বুদ্ধের প্রচারিত বাণীর মূল অর্থ হল অহিংসা।

বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি ঃ চতুরার্য সত্য

* দুঃখ
* দুঃখ সমুদয় ঃ দুঃখের কারণ
* দুঃখ নিরোধ; দুঃখ নিরোধের সতয
* দুঃখ নিরোগ মার্গ: দুঃখ নিরোধের পথ

ধর্মগ্রন্থ ঃ "ত্রিপিটক" বৌদ্ধদেব ধর্মীয় গ্রন্থের নাম যা পালি ভাষায় লিখিত। এটি মূলত বুদ্ধের দর্শন এবং উপদেশের সংকলন। পালি তি-পিটক হতে বাংলায় ত্রিপিটক শব্দের প্রচলন। তিন পিটকের সমন্বিত সমাহারকে ত্রিপিটক বোঝানো হয়েছে। এই তিনটি পিটক হলো বিনয় পিটক, সূত্র পিটক ও অভিধর্ম পিটক। পিটক শব্দটি পালি। এর অর্থ- ঝুড়ি, পাত্র, বাক্স ইত্যাদি। অর্থাৎ যেখানে কোনো কিছু সংরক্ষণ করা হয়। বৌদ্ধদের মূল ধর্মীয় গ্রন্থ খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতকে সম্রাট অশোক এর রাজত্বকালে ত্রিপিটক পূর্ণ গ্রন্থ হিসাবে গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের গ্রন্থনের কাজ শুরু হয়েছিল গৌতম বুদ্ধ এর মহাপরিনির্বানের তিন মাস পর অর্থাৎ খ্রীষ্ট পূর্ব ৫৪৩ অব্দে এবং সমাপ্তি ঘটে খ্রীষ্ট পূর্ব প্রায় ২৩৬ অব্দে। প্রায় তিনশ বছরে তিনটি সঙ্গায়নের সাথে এর গ্রন্থায়নের কাজ শেষ হয়।

খ্রীষ্টান ধর্ম ঃ

ঈশ্বর ঃ আমরা আগেই জেনেছি যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান ও নিরাকার। তিনিই সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। ঈশ্বর নিরাকার হলেও সবস্থানে একই সময়ে উপস্থিত আছেন। তিনি সবকিছু করতে পারেন। তিনি এত শক্তিশালী ও তাঁর এত গুণ যে সারা জীবন জানার চেষ্টা করেও তাঁকে সম্পূর্ণভাবে জানা যাবে না। এখানে আমরা ঈশ্বরের তিনটি বিশেষ গুণ নিয়ে আলোচনা করব। আমরা জানব যে, ঈশ্বর সর্বশক্তিমান, দয়ালু ও পবিত্র।

দয়ালু ও পবিত্র হওয়ার কয়েকটি উপায়

১। প্রতি রবিবার (নিয়মিত) খ্রিষ্টয়াগ (প্রভুর ভোজ) বা প্রার্থনা সভায় যোগদান করা।
২। গির্জা কাছে থাকলে প্রতিদিনই খ্রিষ্টযাগে (উপসনায়) যোগদান করা।
৩। প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার পাপ স্বীকার করা।
৪। ঈশ্বরের দশ আজ্ঞা পালনে বিশ্বস্ত থাকা।

৫। প্রতিদিন একটু একটু করে পবিত্র বাইবেল পাঠ করা ও বাইবেলের শিক্ষা অনুসারে চলা।
৬। প্রতি সন্ধ্যায় পবিত্র জপমালা বা সান্ধ্য প্রার্থনা করা।
৭। যথাসাধ্য দয়া ও সেবার কাজ করা।

পবিত্র বাইবেল

আগে আমরা জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল হলো ঈশ্বরের বাণী। বাইবেল আমাদের একটি পবিত্র ধর্মগ্রন্থ। আমরা আরও জেনেছি যে পবিত্র বাইবেল ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা নিয়ে পাঠ করা উচিত। শুধু তাই নয়, পবিত্র বাইবেলের বাণী আমাদের মেনে চলতে হবে। এবার আমরা বাইবেল সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানব।

গ্রিক শব্দ "বিবলিয়া" থেকে এসেছে 'বাইবেল'। বাইবেলের যথার্থ অর্থ হচেছ বই পুস্তক। কারণ পবিত্র বাইবেলে রয়েছে মোট ৭৩টি পুস্তক (প্রটেস্টান্ট বাইবেলে ৬৬টি পুস্তক)। একটি লাইব্রেরিতে যেমন অনেকগুলো পুস্তক থাকে তেমনি ৭৩টি পুস্তক নিয়ে হলো আমাদের পবিত্র বাইবেল। এইসব পুস্তকের কোন কোনটি আকারে বড় আবার কোন কোনটি আকারে ছোট।

পবিত্র বাইবেল লেখা শুরু হয়েছিল যীশু খ্রিস্টের জন্মের ৯৫০ বছর আগে, রাজা দায়ুদ ও সলোমনের রাজত্বকালে। ঈশ্বর নিজেই বিভিন্ন মানুষের মধ্যে পবিত্র আত্মার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। সেই অনুপ্রেরণা দ্বারা বাইবেল লেখা হয়েছে। বাইবেল হলো ঈশ্বর ও মানবজাতির মধ্যে ভালোবাসার দীর্ঘ ইতিহাস। পবিত্র বাইবেলের পুস্তকগুলো একটির সাথে অন্যটির একটা যোগাযোগ সম্পর্ক ও যথেষ্ট মিল রয়েছে।

পবিত্র বাইবেলের ভাগসমূহ

পবিত্র বাইবেল প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত- যথা, পুরাতন নিয়ম ও নতুন নিয়ম। এখানে 'নিয়ম' অর্থ লো সন্ধি। এ কারণে কখনো কখনো প্রধান ভাগ দুটোকে বলা হয় প্রাক্তন সন্ধি ও নরসন্ধি।

সঞ্চয় করতে শেখা ঃ

ঞ) সঞ্চয় করতে শেখা ঃ

১) সঞ্চয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা ঃ

সঞ্চয় করা একটি ভাল অভ্যাস

সঞ্চয়ের মাধ্যমে স্বালম্বী হওয়া যায়।

২) অন্ততঃ ১৫ টাকা সঞ্চয় করতে পারা ঃ সঞ্চয় করা একটি ভাল অভ্যাস। বই পড়ে বা তথ্য মুখস্থ করে কোন অভ্যাস করা সম্ভব নয়। অভ্যাস যে ধরনেরই হোক না কেন, তা গড়ে তুলতে হলে নিয়মিত অনুশীলন বা চর্চা অর্থাৎ হাতে কলমে কাজটি নিয়মিত করতে হবে।

চাঁদ ব্যাজ অর্জন করতে হলে অবশ্যই সঞ্চয়ের অভ্যাস এবং কমপক্ষে পনের

টাকা সঞ্চয় করতে হবে। সঞ্চয়ী মনোভাব সীমিত সম্পদ সম্পন্ন এ দেশের অধিকাংশ স্বল্প আয়ের পরিবারের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ইউনিট লিডার নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে কাবদের মধ্যে এ অভ্যাসটি সূচনা করতে পারেন।

(১) গল্প বলার মাধ্যমে (২) পরিকল্পিত প্রশ্ন ও কাজের মাধ্যমে
(৩) ব্যবহারিক অভ্যাসটি অনুশীলনের মাধ্যমে।

সঞ্চয় করার সহজ উপায় ঃ

১) হাঁস-মুরগী পালন করে ও তার ডিম বিক্রি করে।
২) নিজ বাড়ির আশেপাশে লাউ, সীম, গাছ লাগিয়ে সবজির বাগান করে এবং তা থেকে সবজির বিক্রি করে।
৩) বিদ্যালয়ে ফলের বাগান করে (কলা, পেঁপে)।
৪) পুরাতন খাতা দিয়ে ঠোঙ্গা তৈরি করে বিক্রির মাধ্যমে।
৫) বাঁশ, তালপাতা, রঙ্গিন কাগজ ইত্যাদি দিয়ে ফুলদানি, পাখা, পাখি, ঘুড়ি প্রভৃতি তৈরি করে বিক্রির মাধ্যমে।

ট) নিজের জামা-কাপড় (যতটা পারা যায়), বিছানাপত্র, বইখাতা, খেলনা ইত্যাদির যত্ন নেওয়া, সুন্দরভাবে গুছিয়ে রাখা ঃ

স্বাস্থ্য হল দেহ ও মনের সেই জাতীয় সামর্থ্য, যার দ্বারা ব্যক্তি সুসথ, সবল ও আনন্দময় জীবন যাপনে সক্ষম হয়। ব্যক্তি স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য মানব দেহের গঠন ও কার্যকলাপ সম্পর্কে প্রত্যেক কাবের কিছুটা জ্ঞান থাকা দরকার। কতগুলো নিয়ম-কানুন পালন করলেই যে কোন ব্যক্তির স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটবে একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। কাবকে তার প্রতিটি আচরণ সম্পর্কে ইউনিট লিডার সচেতন করে তুলবেন। সেই সঙ্গে নিয়মিত অনুশীলনের মধ্য দিয়ে তাদের স্বাস্থ্য সম্পর্কিত অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। এইসব অভ্যাসের মধ্যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন জামা-কাপড় পরা, বিছানাপত্র, পরিষ্কার রাখা, শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিষ্কার রাখা, নিয়মিত গোসল করা, বইপত্র ইত্যাদির যত্ন নেওয়া।

আর চাঁদ ব্যাজ পাবার জন্য কাবকে অবশ্যই জামা কাপড়, বিছানাপত্র খেলনা, বই পত্র অর্থাৎ নিজের ব্যবহারের জিনিসগুলোর যত্ন নিজেকেই নিতে হবে।

জামা কাপড়ের যত্ন ঃ জামা কাপড় অপরিষ্কার থাকলে দেখতে খারাপ লাগে। ধূলাবালি লেগে ও ঘামে ভিজে জামা কাপড় ময়লা হয়। ময়লা জামা কাপড় পড়লে গায়ে দুর্গন্ধ হয়। ফলে দাউদ-খোস-পাঁচড়া, চুলকানি প্রভৃতি চর্মরোগ হয়। এ জন্য পরিষ্কার জামা কাপড় ব্যবহার করতে হবে।

জামা কাপড় পরিষ্কার রাখার জন্য কয়েকদিন পর পর জামা কাপড় সাবান দিয়ে ধুয়ে রোদে শুকাতে হবে। কাবেরা নিজেদের জামা কাপড় নিজেরা পরিষ্কার করবে এবং যত্ন সহকারে গুছিয়ে রাখার জন্য মা অথবা বড় বোনের নিকট থেকে পরামর্শ নেবে। ইউনিট লিডার প্রতি প্যাক মিটিং এ জমা কাপড়ের যত্ন নেওয়া সম্পর্কে পরামর্শ দেবেন।

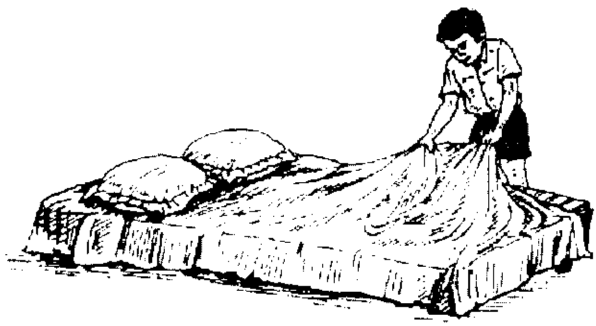

বিছানা পত্রের যত্ন ঃ বিছানা পরিষ্কার না থাকলে শরীরে নানা প্রকার রোগ দেখা দেয়। বিছানার চাদর ও বালিশের কভার ইত্যাদি ময়লা হলে সাবান দিয়ে পানিতে ধুয়ে নিতে হবে। বিছানার চাদর পরিষ্কার করার জন্য বড়দের সহযোগিতা নেওয়া যাবে। তবে তোষক, বালিশ মাঝে মাঝে রোদে দেয়া এবং সুন্দর পরিপাটি করে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

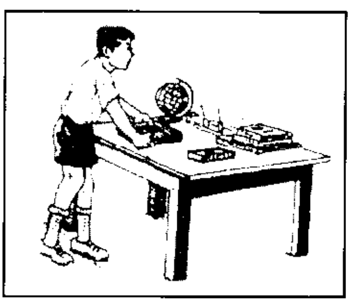

বই পত্রের যত্ন ঃ পড়ার টেবিল, বইপত্র, চেয়ার ব্যবহারের পর নিজেই গুছিয়ে

রাখবে। খাতা পেন্সিল, রাবার, স্কেল, জ্যামিতি বক্স সব কিছু সুন্দরভাবে প্রতিদিন একই জায়গায় রাখবে। তাতে বাড়িতে পড়ার সময়, বিদ্যালয়ে যাবার সময় নিজের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পাওয়া যাবে। ফলে নষ্ট হবে না এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাবে না।

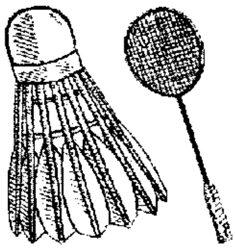

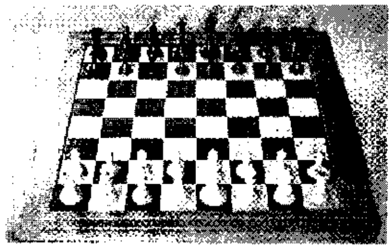

খেলার যত্ন ঃ সকলের কিছু না কিছু খেলনা থাকে। আর শিশুদের খেলনা অত্যন্ত প্রিয়। কাবরা খেলনা সংগ্রহ করতে পছন্দ করে। কোন খেলনা হারিয়ে গেলে অথবা নষ্ট হলে অত্যন্ত কষ্ট হয়। লুডু, ব্যাডমিন্টন, দাবা এগুলো ব্যবহারের পর যত্নসহকারে গুছিয়ে রাখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ঠ) বৃক্ষ রোপন ঃ

একটি ফলের গাছ বাড়ির আঙিনায় বা আশপাশে অথবা টবে লাগানো ও পরিচর্যা করা ঃ মাটি ভেদ করে যারা জন্মায় তাদের গাছপালা বলে। কতগুলো গাছ পালার কাণ্ড শক্ত, তারা মাটির উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে তাদের বলে বৃক্ষ। আবার কতগুলো গাছ মাটির উপর লতিয়ে চলে, তাদের বলে লতানো গাছ। প্রত্যেক গাছের মূল, কাণ্ড, ডাল-পাতা, ফুল ও ফল হয়। এগুলোই গাছের অংশ। মাটির উপর গাছের যে মোটা অংশ থাকে তাকে বলে কাণ্ড। আর মাটির নীচে গাছের যে অংশ থাকে তাকে বলে মূল। কাণ্ড থেকে শাখা-প্রশাখা বা ডাল পাতা হয়। শাখা প্রশাখায়, পাতা, ফুল ও ফল ধরে।

গাছ জন্ম থেকে একই জায়গায় থাকে। মূল দিয়ে রস টেনে সে পাতায় পৌছে দেয়। পাতা সূর্য থেকে তাপ ধরে খাবার তৈরি করে গাছের সব অংশে চালান করে দেয়।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য প্রচুর আলো বাতাসের প্রয়োজন। আর এ আলো বাতাস বিশুদ্ধ হতে হবে। গাছপালা বায়ুর বিশুদ্ধতা বাড়ায়। গাছপালা কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে। আমরা অক্সিজেন গ্রহণ করেই বেঁচে থাকি। ফলে গাছপালা যত বেশি হবে আমরা তত বিশুদ্ধ বায়ু পাব।

গাছপালা আমাদের ছায়া দেয়, ফলমূল দেয় এবং জ্বালানি কাঠ যোগায়। এছাড়া

গাছপালা ও লতা পাতা থেকে আমরা নানা রকম ঔষধ তৈরি করি। গাছপালা আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দেশে গাছপালা রোপন করে এক দিকে যেমন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করতে পারি তেমনি অর্থনৈতিক দিক দিয়েও উপকৃত হতে পারি। এ কারণে প্রতি বছর নতুন নতুন গাছপালা রোপন করে আমরা এ সম্পদ বাড়াতে পারি।

গাছপালা রোপনের স্থান ঃ

১) বাড়ির আশেপাশে
২) বিদ্যালয়ের আশেপাশে
৩) খেলার মাঠের চারদিকে
৪) রেল লাইনের দু-পাশে
৫) পতিত জমিতে
৬) রাস্তার দু-ধারে
৭) পুকুরের পাড়ে
৮) বাড়ীর ছাদে (টবে)

বৃক্ষ রোপনের সময় ঃ সাধারণতঃ বর্ষাকালে গাছ লাগাবার উপযুক্ত সময়। চাঁদ ব্যাজ অর্জন করতে হলে কাবকে কমপক্ষে একটা গাছ লাগাতে হবে এবং নূন্যতম ৬ মাস তার পরিচর্যা করতে হবে।

কাজেই গাছ লাগানোর জন্য সময় এবং স্থান নির্বাচন করতে হবে। সরকারের বন বিভাগ, কৃষি খামার, নার্সারি ইত্যাদি থেকে বিনামূল্যে বা নাম মাত্র মূল্যে গাছের চারা ও বীজ সংগ্রহ করা যাবে।

গাছের পরিচর্যা ঃ গাছের নিয়মিত যত্ন নিতে হবে। চারাগাছ গরু-ছাগলে খেয়ে ফেলতে পারে। মানুষ ও যানবাহন চলাচলে গাছ নষ্ট হতে পারে। ঝড়ে-ঝাপ্টায় গাছপালা শুয়ে পড়তে পারে। সুতরাং গাছ লাগিয়ে উপযুক্ত বেড়া দিতে হবে। পোকামাকড়ে গাছ নষ্ট করল কিনা বা লতাপাতায় আটকে ধরল কিনা তা দেখতে হবে। প্রয়োজনে গাছের গোড়ায় পানি ও সার দিতে হবে। প্রতিদিন গাছ ঠিক আছে কিনা দেখতে হবে।

প্রতি প্যাক মিটিং এ ইউনিট লিডার গাছ সম্পর্কে খোঁজ নেবেন। সকল কাবকে গাছ লাগানোর জন্য উদ্বুদ্ধ করবেন।

জানব জগৎটাকে ঃ

ড) সার্কভূক্ত দেশ সমূহের প্রাথমিক পরিচয় জানা ঃ সার্কভূক্ত দেশসমূহ এশিয়া মহাদেশের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। সাতটি দেশ নিয়ে ১৯৮৫ সালের ৮ই ডিসেম্বর সার্ক গঠিত হয়। পরবর্তী সময়ে আফগানিস্তান যোগ দেয়। দক্ষিণ এশিয়ার আটটি দেশ বর্তমানে এর সদস্য। দেশগুলো হলো- বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্ক এর পুরো নাম 'South Asian Association for Regional Cooperation' ইংরেজিতে সংক্ষেপে একে বলা হয় "SAARC"।

সার্ক দেশ সমূহের পতাকা

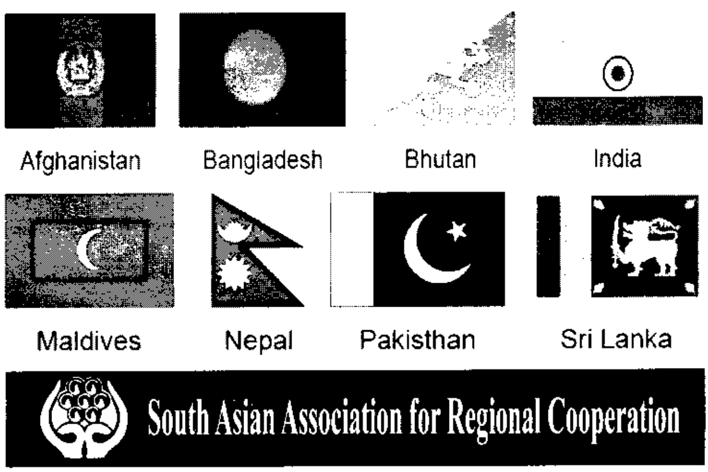

সার্কভুক্ত দেশ সমূহের নাম, রাজধানীর নাম, মুদ্রার নাম, ভাষার নাম ও জনসংখ্যা তথ্য ঃ

দেশের নাম	রাজধানীর নাম	মুদ্রার নাম	ভাষার নাম	জনসংখ্যা
বাংলাদেশ	ঢাকা	টাকা	বাংলা	১৫ কোটি ৮৫ লক্ষ
ভারত	নয়াদিল্লী	রুপি	হিন্দি	১২৬ কোটি ৭৪ লক্ষ
পাকিস্তান	ইসলামাবাদ	রুপি	উর্দু	১৮ কোটি ৫১ লক্ষ
ভূটান	থিম্পু	গুলট্রাম	ডোংখা	৮ লক্ষ প্রায়
মালদ্বীপ	মালে	রুপিয়া	দিভহী	৪ লক্ষ প্রায়
নেপাল	কাঠমুন্ডু	রুপি	নেপালী	২ কোটি ৮১ লক্ষ
শ্রীলঙ্কা	কলম্বো	রুপি	সিংহলী	২ কোটি ১৪ লক্ষ
আফগানিস্তান	কাবুল	আফগানী	পশতু	৩ কোটি ১৩ লক্ষ

ঢ) নিজ এলাকা (থানা/উপজেলা/জেলা) সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা অর্জন ঃ চাঁদ ব্যাজ অর্জনের জন্য একজন কাবকে নিজ এলাকা বা থানা সম্পর্কে প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করতে হবে। লোকে যেখানে বাস করে তার চারপাশের লোকজন, গাছপালা, নদ-নদী, আকাশ-বাতাস, মাটি-পাথর এসব নিয়ে গড়ে উঠে পরিবেশ। মা-বাবা, ভাই-বোন একত্রে বসবাসের মধ্যে গড়ে উঠে পরিবার। আর কয়েকটি পরিবার যেখানে পাশাপাশি বাস করে সেখানে পাড়া গড়ে উঠে। এক বা একের বেশি পাড়া মিলে গড়ে উঠে গ্রাম। কয়েকটি গ্রাম মিলে হয় ইউনিয়ন। সাধারণতঃ আর কয়েকটি ইউনিয়ন মিলে হয় একটি থানা/উপজেলা। থানা/উপজেলা নগরায়নের প্রথম স্তর। সাধারণতঃ পুলিশ, প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, কৃষি, পশু, মৎস্য কেন্দ্রসমূহ, হাটবাজার, মার্কেট নিয়ে থানা/উপজেলা গঠিত। এছাড়াও সরকারী কলেজ, সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়/প্রাথমিক বিদ্যালয় থাকে। আরও থাকে বে-সরকারী কলেজ, মাদ্রাসা, উচ্চ বিদ্যালয় ও প্রাথমিক বিদ্যালয়।

থানা/উপজেলা উন্নয়ন কর্মকাণ্ডে সামাজিক কার্যক্রমের মধ্যে থাকে শিশু যুবক, বয়স্ক মহিলাদের জন্য শিক্ষা কেন্দ্র, আই.টি কেন্দ্র, যুব কেন্দ্র, মাতৃকেন্দ্র, বয়স্ক কেন্দ্র, স্কাউট সংগঠন ইত্যাদি।

ইউনিট লিডার নিজ এলাকা বা থানা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা কাবদেরকে দেবেন। প্রয়োজনে থানার/উপজেলার মানচিত্র দেখাবেন এবং নিজের থানার/উপজেলার আকর্ষণীয় স্থানে 'কাব হলিডে' উদযাপন করবে।

ণ) কম্পিউটার সম্পর্কে আলো ধারণা লাভ ঃ

১) কম্পিউটার চালু ও বন্ধ (ওপেন ও সার্ট ডাউন) করতে পারা।

২) কম্পিউটারের ইউপিএস, প্রিন্টারে ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

ইংরেজী Computer শব্দের বাংলা 'হিসাব করা'। এভাবেই কম্পিউটার শব্দটির উৎপত্তি। তাই কম্পিউটারও হিসাব করার যন্ত্র। এটি একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্র। তবে কম্পিউটার কেবল গণনা বা হিসাব করার যন্ত্র নয়। কম্পিউটারের সাহায্যে একদিকে যেমন জটিল হিসাব রাখা যায় তেমনি অন্যদিকে রোগীর রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপত্র তৈরি, পত্রাদি লেখা, গান শোনা, ছবি দেখা, ই-মেইলের মাধ্যমে দেশ-বিদেশের আত্মীয় স্বজন ও বন্ধু বান্ধবদের সাথে যোগাযোগ রাখার কাজ কম্পিউটারের সাহায্যে করা যায়। মানুষের দৈনন্দিন জীবনে কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। অ্যাবকাস নামক গণনা যন্ত্রকে কম্পিউটারের ইতিহাসে প্রথম যন্ত্র হিসেবে গণ্য করা হয়। ইংল্যান্ডের ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক চালর্স ব্যাবেজের অ্যানালিটিকেল ইঞ্জিনের ধারণাকে আধুনিক কম্পিউটারের সূত্র হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ জন্য চালর্স ব্যাবেজকে আধুনিক কম্পিউটারের জনক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। কম্পিউটারের কার্যপদ্ধতির মূল বিষয়টি খুবই সোজা। কম্পিউটারের চারটি মূল অংশ রয়েছে, যথাঃ ইনপুট, মেমোরি, প্রসেসর ও আউটপুট। এই চরটি মুল অংশের সমন্বয়ে কম্পিউটার কাজ করে। তথ্য উপাত্ত ঢোকানোর জন্য ইনপুট ডিভাইস দরকার। কিবোর্ড, মাউস এ ধরনের ইনপুট ডিভাইস। কি বোর্ডের বোতাম টিপে বা মাউস ক্লিক করে নির্দিষ্ট নির্দেশটি দেওয়া হয়। নির্দেশটি কম্পিউটারের মেমোরিতে জমা হয়। এর পর মেমোরির তথ্য, উপাত্ত ও নির্দেশাবলী প্রসেসর পালন করে এবং ফলাফল মেমোরিতে পাঠিয়ে দেয়। মেমোরি কিছু নির্দেশ, আউটপুট যেমন ঃ মনিটর বা প্রিন্টার দিয়ে ফিরিয়ে দেয়।

বুঝতে পারছ, কি-বোর্ড বা মাউস হচেছ ইনপুট দেওয়ার উপায়। এগুলো দিয়ে কম্পিউটারের উপাত্ত দেওয়া হয়। কম্পিউটার কাজ শেষে ফলাফল মনিটরে

দেখায়। মনিটর হচ্ছে আউটপুট ডিভাইস। কম্পিউটারের মেমোরি কিংবা প্রসেসর আমরা বাইরে থেকে দেখতে পাই না, সেগুলো ভেতরে থাকে।

এতক্ষণ যে বিষয়ে বলা হলো সেটি হলো, কম্পিউটারের যন্ত্রাংশ বা হার্ডওয়্যার। কিন্তু শুধু হার্ডওয়্যার থাকলেই কম্পিউটার কাজ করবে না। এর জন্য দরকার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান। এই নির্দেশগুলোকে বলা হয় সফটওয়্যার। কম্পিউটারের প্রসেসর কোনটি কীভাবে সম্পন্ন করবে, এর জন্য কী কী নির্দেশ দরকার তা মেমোরিতে জমা থাকে। এক কথায় বলা যায়, কম্পিউটারের হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার দ্বারা পরিচালিত হয়।

ইউপিএস ও প্রিন্টার ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা ঃ ইউপিএস বিদ্যুৎ সংগ্রহ করে কম্পিউটারকে চালায়। কম্পিউটার লোড শেডিং কিংবা বিদ্যুৎ বিভ্রাটের কারণে যে কোন সমস্যা থেকে রক্ষা করে কম্পিউটার সঠিকভাবে পরিচালনা করতে পারে। আর প্রিন্টার প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট প্রিন্ট করার জন্য আউটপুট ডিভাইস হিসাবে কাজ করে।

ত) শিশু অধিকার সনদ সম্পর্কে জানা ঃ "ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে" আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। শিশুর সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধান করাই শিক্ষার মূল্য লক্ষ্য। শিশুর যথাযথ নিরাপত্তা ও সুরক্ষাসহ অন্যান্য অধিকারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০ নভেম্বর ১৯৫৯ শিশু অধিকারের ঘোষণা অনুমোদন করে। শিশু অধিকারের ঘোষণায় ১০টি অধিকার বা ধারা ছিল। শিশু অধিকার ঘোষনার ঠিক ত্রিশ বছর পর ২০ নভেম্বর ১৯৮৯ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সর্বসম্মিতিক্রমে "শিশু অধিকার সনদ" অনুমোদন করা হয। তখন ১০টি অধিকার বা ধারা পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করে বিশেষ ৪টি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে মোট ৪৫টি অনুচ্ছেদ শিশু অধিকার সনদে গৃহীত হয়। মূলনীতি ৪টি হলো-

১) শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার।
২) বিকাশের অধিকার।
৩) সুরক্ষার অধিকার।
৪) অংশগ্রহণের অধিকার।

২ সেপ্টেম্বর ১৯৯০ শিশু অধিকার সনদটি আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হয়। ২০ নভেম্বর শিশু অধিকারের ঘোষণা অনুমোদন করা হয় বিধায় এ দিনটি সার্বজনীন শিশু দিবস হিসেবে পালন করা হয। শিশু অধিকার সনদের অনুচ্ছেদ-১ অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী প্রতিটি মানব সন্তানই শিশু। এ পর্যন্ত ১৪০টি দেশে শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষর করেছে এবং ১৯৪টি দেশ পক্ষভুক্ত হয়েছে। বাংলাদেশ

শিশু অধিকার সনদ স্বাক্ষর করে ২৬ জানুয়ারি ১৯৯০ এবং তার অনুমোদন করে ৩ আগস্ট ১৯৯০।

আনন্দ উল্লাস ঃ

থ) স্কাউট সিডি অথবা বই থেকে আরো একটি গান শেখা ঃ নিচের স্কাউট সংগীত মুখস্ত করা এবং সুরে গাইতে পারা।

১) জগৎটাকে দু হাত দিয়ে উর্ধ্বে তুলে ধরতে চাই,
সমাজটাকে সবুল ঘাসের মানুষ দিয়ে মুড়তে চাই..........

২) আমরা কাব আমরা কাব, আমরা কাবের দল
বাংলা মায়ের ছেলে মেয়ে, বুক ফুলিয়ে চল ....

৩) আমরা শিশু, আমরা কাব
সকল বাঁধ করবো জয় ....

দ) কিমস গেমস সম্পর্কে জানা ও অংশগ্রহণ করা ঃ খেলাধুলা শিশুদের সহজাত প্রবৃত্তি। একটু সুযোগ পেলেই সে খেলতে চায় এবং এর মাধ্যমে সে পেতে চায় প্রাণভরা আনন্দ। তাই অবসাদ দূর করার জন্য কিছু খেলাধুলা দরকার। আকেলা অত্যন্ত সহজে দলের একঘেঁয়েমী দূর করে মনের সজীবতা ফিরিয়ে আনতে পারেন কিমস গেমের মাধ্যমে।

কাবদের চাহিদা পূরণ এবং প্রতিভা বিকাশের সুযোগ সৃষ্টির দায়িত্ব আকেলার। অল্প পরিসর জায়গায় টেবিল ট্রে অথবা কোন একটি পাত্রে ১৮/২০ ধরনের জিনিস যেমন-খাতা, পেন্সিল, কলম, চক, ডাস্টার, ফুল, পাতা, রুমাল, দোয়াত, খাম, আলপিন, সূঁচ, সূতা, স্কেল ইত্যাদি এক খণ্ড কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখতে হবে। এরপর ষষ্ঠকভিত্তিক কাবদের এক মিনিট দেখার জন্য সুযোগ দেওয়া হবে।

এক মিনিট পর সকল কাব নিজ নিজ খাতায় দেখা জিনিসগুলোর নাম লিখবে। লেখার জন্য সময় নির্ধারণ করা থাকবে। অন্তত ১২টি জিনিসের নাম খাতায় লিখতে হবে। এভাবে ইউনিট কিমস গেম অনুশীলন করাবেন।

থ) গল্প বলা ও অভিনয় করতে পারা ঃ গল্প বলার স্বভাব মানুষের চিরন্তন। যেদিন থেকে মানুষ বাক শক্তির অধিকারী হয়েছে সেদিন থেকেই তার গল্প বলার সূত্রপাত হয়েছে। গল্পের মধ্য দিয়ে অবসর বিনোদনের কাজ যেমন হয় তেমনি পরস্পরের মনোভাবের আদান প্রদান হয়। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। একক ও নিঃসঙ্গভাবে সে বাস করতে পারেনা। সমাজে বাস করতে হলে প্রয়োজন একজনের ভাবনা, চিন্তা, অভিজ্ঞতা অন্যের কাছে ব্যক্ত করা। মানব মনের-ভাবের আদান প্রদানের ক্ষেত্রে গল্প অন্যতম একটি মাধ্যম। গল্পের ইতিহাস সুপ্রাচীন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রাচীন সাহিত্যগুলি অনুসন্ধান করলে তার প্রমাণ আমরা

পাই।

১) সামাজিক, নীতি বা উপদেশাত্মক
২) ভৌতিক বা অলৌকিক রসাশ্রীয়
৩) জীব জন্তু বিষয়ক, মনস্তাত্বিক
৪) রূপক, ব্যাঙ্গ ও হাস্যরসাত্মক
৫) রোমান্টিক ইত্যাদি

চাঁদ ব্যাজ অর্জন করতে হলে অবশ্যই গল্প বলার অভ্যাস করতে হবে।

স্থান, কাল, পাত্র এবং প্রতিবেশের প্রতি লক্ষ রেখে ইউনিট লিডার গল্প বলবেন এবং কাবদের গল্প শোনার জন্য অন্যান্য শিক্ষকদের আমন্ত্রণ জানাবেন।

গল্প (সেন্ট বার্ণাড কুকুর) ঃ এরা কিন্তু সাধারণ কুকুর নয়। এদের বলে সেন্ট বার্ণাড ডগ। এরা চার পেয়ে স্কাউট। এদের কাজ তুষারে চাপা পড়া অসহায় মানুষদের উদ্ধার করা। সুইজারল্যান্ডের আল্পস পাহাড়ের গিরি পথ ধরে যে সব পথিক চলে তারা অনেক সময় অত্যন্ত ঠাণ্ডায় অজ্ঞান বা অচৈতন্য হয়ে অসহায়ভাবে পড়ে থাকে। প্রশিক্ষিত সেন্ট বার্ণাড কুকুররা এ অঞ্চলে এমনি অসহায় পথিককে তক্ষুনি পিঠে করে নিয়ে যায়। এভাবে এরা বিপন্ন মুমূর্ষু পথিকের প্রাণ রক্ষা করে। এ কুকুরের গায়ে বড় বড় ঝাঁকড়া লোম হয়। বিপন্নদের কি করে উদ্ধার করতে হয় তা এদের শেখানো হয়। শত সহস্র মুমূর্ষু পথিক এদের কল্যাণ কর্মের ফলে রক্ষা পেয়েছে। এই গল্প অবলম্বনে গল্প বলা যাবে। গল্প বলা এবং শোনার অন্যতম উদ্দেশ্য কাবকে শিক্ষায়, স্বাস্থ্যে, চিন্তায়, আনন্দে উল্লাসে, ত্যাগে এক আদর্শ কাব হিসেবে গঠন করা।

অভিনয় ঃ গল্প বলতে পারা ও জানা এক কথা নয়। অনেকে অনেক কিছু জেনেও বলতে পারে না। তেমনি অভিনয় একটা বিশেষ ক্ষমতা। মানুষের মধ্যে অনুকরণ

করার একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। এই প্রবণতার সাহায্যে অপরের চিন্তাধারা, অনুভূতি ও কার্যপ্রণালীকে অনুকরণ করে অন্যের সামনে অভিনয়ের দ্বারা প্রকাশ করা।

সাধারণতঃ কাব বয়সের ছেলে-মেয়েরা কথাবার্তা, আচার-আচরণ, চালচলন প্রভৃতি বিষয়েও বড়দের দ্বারা প্রভাবিত হয়

ইউনিট লিডার অভিনয়ের সাহায্যে কাবদের মধ্যে নানাবিধ সৎ গুণাবলীর বিকাশ ঘটাতে পারেন কাবেরা তাদের প্রিয় ইউনিট লিডারের আচরণ, কথাবার্তা ইত্যাদি অনুকরণ করে থাকে এছাড়াও অজ্ঞাতসারেই অনেক সময় কাবেরা ইউনিট লিডারের আচরণের দ্বারা প্রভাবিত হয়

কাবদের কথাবার্তা, আচার-আচরণ, হস্তাক্ষর, আবৃত্তি, অভিনয়, চিত্রাঙ্কন প্রভৃতির উপর ইউনিট লিডারকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং অভিনয় প্রদর্শনের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

ন) অন্তত ঃ ১০টি প্যাক মিটিং এ অংশগ্রহণ করা: প্রত্যেক কাব স্কাউট সাপ্তাহিক প্যাক মিটিং-এ অংশগ্রহণ করে এ ব্যাজ অর্জনের লক্ষ্যে অন্তত ১০টি প্যাক মিটিং-এ অংশগ্রহণ করবে। এবং এ প্যাক মিটিং-এর রেকর্ড তাঁর নিকট সংরক্ষণ করবে।

আমিও পারি ঃ

প) নিচের ব্যাজগুলি থেকে ৩টি পরদর্শিতা ব্যাজ অর্জন করতে হবে। সূর্যের ৪টি ব্যাজ থেকে যে কোন ১টি রংধনুর নীল রংয়ের ৬টি থেকে যে কোন ১টি এবং আকাশী রংয়ের ৬টি থেকে যে কোন ১টি ব্যাজ অর্জন করতে হবে।

সূর্য গ্রুপ ঃ (আবশ্যিক) ঃ

১. জনস্বাস্থ্য ২. সাঁতার ৩. নিরাপত্তা ৪. পরিবেশ সংরক্ষণ

রংধনু গ্রুপ ঃ

নীল ঃ (খেলাধুলা)

১. চিত্ত বিনোদন ২. খেলাধুলা ৩. ক্রীড়ক ৪. ক্রীড়া কুশলি
৫. সংগ্রহ ৬. গৃহ পরিচর্যা

আকাশি ঃ (কারু শিল্প)

১. খেলনা তৈরি ২. মডেল তৈরি ৩. নকশী তৈরী ৪. সেলাই করা
৫. চিত্রকলা ৬. হস্তশিল্প